স্মারকলিপি

কর্তৃপক্ষকে কোন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা এবং প্রতিকার সাধনের জন্য যে আবেদন পত্র রচনা করা হয় তাকে স্মারকলিপি বলে। এ ধরনের পত্রে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অভাব-অভিযোগ বা কোন কিছুর সমস্যা সম্পর্কে সরাসরি আলোকপাত করা হয়। বিভিন্ন সমস্যা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার জন্য স্মারকলিপি রচিত হয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে যেমন তা প্রেরণ করা যায়, তেমনি কর্তৃপক্ষকে কাছে পেলে হাতে হাতেও তা দেওয়া যেতে পারে। 'স্মারক' কথাটির অর্থ 'যা স্মরণ করিয়ে দেয়।' তাই কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্মারক পত্র রচিত হয়।

স্মারকলিপিতে থাকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা। এতে বক্তব্য থাকবে স্পষ্ট ও বাহুল্য বর্জিত। স্মারকলিপিতে সমস্যা তুলে ধরা হবে এবং তার সমাধানের পথনির্দেশ থাকাও বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের পত্রের বক্তব্য বিষয়ের সাথে কর্তৃপক্ষ পরিচিত থাকে। তাই তাগাদা বা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য স্মারকলিপির আয়োজন। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করা চলে। কোন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য স্মারকলিপির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

পত্র ১১৭॥ তোমার কলেজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি রচনা কর।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
সমীপে।

বিষয় ঃ **ফুলপুর কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত স্মারকলিপি।**

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা ফুলপুর মহাবিদ্যালয়ের দুহাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন জটিল সমস্যার ভিতর দিয়ে লেখাপড়া করছি। আমাদের ব্যক্তিজীবন, প্রতিষ্ঠান, দেশ ও জাতির স্বার্থে অনতিবিলম্বে এসব সমস্যার সমাধান করে শিক্ষা কার্যক্রমকে অর্থবহ ও কল্যাণকর করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

১. কলেজটিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা হলেও এখন পর্যন্ত তা কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যে ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল এখনও তার কোন সম্প্রসারণ ঘটেনি। ফলে কলেজ ভবনে বর্তমানে ২০০০ ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান হয়না। অবিলম্বে ভবন সম্প্রসারণ করে লেখাপড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

২. ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে শিক্ষার্থীদের অসুবিধার অন্ত নেই।

৩. শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপক কলেজ ত্যাগ করার পর আর কোন অধ্যাপক নিয়োগ না করায় এখানে বিভিন্ন পদ শূন্য পড়ে আছে। অনতিবিলম্বে এসব পদ পূরণ করা আবশ্যক।

৪. কলেজের বিজ্ঞানাগারটি দীর্ঘদিন পরও পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে তোলা হয়নি। এতে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার অপূর্ণতা থেকে যাচ্ছে এবং পরীক্ষায় সর্বোত্তম ফলাফল দেখানো সম্ভবপর হচ্ছে না।

৫. কলেজ গ্রন্থাগারে বইয়ের সংগ্রহ যথেষ্ট নয়। সাধারণ পাঠকের জন্য সাহিত্য বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বর্তমান বইয়ের উচ্চমূল্যের প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের উপকারের জন্য গ্রন্থাগারটিকে পাঠ্যবই সম্বলিত একটি বুক ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করা দরকার।

ঐতিহ্যবাহী এই মহাবিদ্যালয়ে এসব সমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে এতদঞ্চলের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পথ সুগম করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক
ফুলপুর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
আরবার শাকিল
সাধারণ সম্পাদক
ছাত্রসংসদ।

ফুলপুর
১-১২-৯৬

পত্র ১১৮ ॥ কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক ক্রয় করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারকপত্র লেখ।

মাননীয়
অধ্যক্ষ,
কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
রংপুর।

বিষয় ঃ **গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক ক্রয় প্রসঙ্গে।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার সহায়ক হিসেবে গ্রন্থাগারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে উচ্চতর শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে গ্রন্থাগারে বইয়ের সংকট দেখা দিয়েছে। গত পাঁচ বছরে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধির কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। নতুন প্রকাশিত বই কেনার তেমন কোন প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়নি। নামমাত্র বার্ষিক বরাদ্দের সামান্য টাকাও বই কেনায় ব্যয় করা হয়নি। বিভিন্ন পত্রিকার খাতেই সে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারের কিছু বই হারানো গেছে। বিপুল সংখ্যক মূল্যবান বই শিক্ষকদের কাছে আটকে আছে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কল্যাণে জরুরি প্রয়োজনে পুস্তক ক্রয় করার ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের উত্তম ফলাফলের পেছনে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা স্মরণ করে অবিলম্বে পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি।

বিনীত
ইকবাল আহমেদ
সম্পাদক
কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

রংপুর
২৫-১২-৯৬

পত্র ১১৯॥ তোমাদের এলাকার একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়টির অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বরাবরে একখানা স্মারকলিপি পেশ কর।

মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন,
আবদুল গণি রোড, ঢাকা
সমীপে।

বিষয় ঃ **রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্যার প্রতিকার প্রসঙ্গে।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, কিশোরগঞ্জ জেলার রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত সমস্যাদি সদয় বিবেচনা ও প্রতিকারের জন্য পেশ করছি ঃ

১. রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেলেও এর সাম্প্রতিক অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন।

২. বিদ্যালয়টির আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ফলে বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন করা সম্ভব হচ্ছে না। স্থান সংকুলান না হওয়ায় বর্তমানে বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণ প্রয়োজন, কিন্তু আর্থিক কারণে তা সম্ভবপর হচ্ছে না।

৩. খেলাধুলার জন্য বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

৪. ছাত্রের সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার।

৫. গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধির বিশেষ আবশ্যক।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
ইকবাল হাসান
রতনপুর।

কিশোরগঞ্জ
১২-১২-৯৬

পত্র ১২০॥ তোমার অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি রচনা কর।

মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা
সমীপে।

বিষয় ঃ **নান্দিনা অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গ।**

জনাব,

নিবেদন এই যে, জামালপুর জেলার নান্দিনার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১. জামালপুর জেলার নান্দিনা থানাটি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাট উৎপাদনের এলাকা হিসেবে এই থানার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই থানা কেন্দ্রে অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থেকে শিক্ষা বিস্তারে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

২. প্রয়োজনীয় ও ব্যাপক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় এই থানার বিচিত্রমুখী উপযোগিতা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারছে না। রেল যোগাযোগের সাথে সঙ্গতি রেখে সড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারণ করা আবশ্যক।

৩. নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে নৌ-যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে। নৌ-যোগাযোগের বিকল্প হিসেবে সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন সাধন অপরিহার্য।

৪. বিপুল জনসংখ্যা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সমন্বয়ের জন্য এই থানা কেন্দ্রে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হতে পারে। এর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন যথার্থ উপকারে আসতে পারে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে এই থানার অভ্যন্তরীণ ও এলাকার বাইরের সড়ক যোগাযোগের আশু উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
আহমদ রেজা
নান্দিনা থানা এলাকার
অধিবাসিগণের পক্ষে।

নান্দিনা
১০-১২-৯৬